দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 DEC 1987 ... পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যবস্থা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর বঙ্গের একটি সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত প্রশাসনিক আইন-কানুন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যদান, পাঠ্যকর্মসূচী প্রণয়ন ও পরীক্ষা পরিচালন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

স্বাধীনতা উত্তর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ায় নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অব্যবস্থা—বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি বৃহত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যেভাবে দিনে দিনে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং দিয়েছে, তার দু'একটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই।

গণটুকাটুকি, পরীক্ষা কেন্দ্রে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর হামলা প্রভৃতি কারণে সরকারী আদিনা ফজলুল হক কলেজ, সরকারী আবদুলপুর কলেজ, নওগাঁ সরকারী কলেজ, মেহেরপুর কলেজ ও ডোমার কলেজ-এর ১৯৮৬ সালের স্নাতক (পাস) পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে সরকারী আবদুলপুর কলেজ ও নওগাঁ সরকারী কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা কোন রকম কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই বাতিল করা হয়।

বাতিলকৃত পরীক্ষা কেন্দ্রে অসংখ্য পরীক্ষার্থী এখন অন্যত্র গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন [illegible] লিখে নিয়েছে। গত পরীক্ষায় বেপরোয়া কিছু ছাত্র কর্তৃক নানা কৌশল অবলম্বনের ফলে সম্পূর্ণ পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হতে পারে এই আশংকায় সংশ্লিষ্ট সকল কলেজের নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীরাও অন্যান্য কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়ে নতুন করে ফরম পূরণ করেছে।

তবে মজার ব্যাপার হলো, যে সকল কলেজ এসব ছাত্রদের ভর্তি করেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দিবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রার্থীদের নিকট থেকে বিভিন্ন কৌশলে অর্থ আদায় করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ আইনত ঐ সকল পরীক্ষার্থী দ্বিতীয়বার অন্য কোন কলেজে ভর্তি হতে পারে না। যে সকল কলেজ এই অসাধু কার্যে লিপ্ত তাদের মধ্যে সান্তাহার ডিগ্রী কলেজ, ফুলবাড়ী কলেজ, গোবিন্দগঞ্জ কলেজ, বগুড়া শেরপুর কলেজ, দিনাজপুর কে, বি এম, কলেজ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন শাখার সাথে এসব কলেজের গোপন আঁতাত রয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগ সম্পর্কে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের মোটেও অজানা নয়।

এ দেশের আরও দু'টো বিশ্ববিদ্যালয় যেমন, চট্টগ্রাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক (পাস) পরীক্ষা মোটামুটি যথাসময়ে গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করতে পারছে। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজার হালে চলায় খেয়ালখুশীমত এক সেশনের পরীক্ষা পরবর্তী সেশনে গ্রহণ এবং তারও পরবর্তী সেশনে ফলাফল প্রকাশ করায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা চাকরির ক্ষেত্রে সব রকম সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে ফেলছে। এ ব্যাপারে একাডেমিক কাউন্সিল ভীষণ উদাসীন এবং এই কাউন্সিলের এসব ব্যাপারে ভাববার যেন মোটেও অবকাশ নেই।

পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে দেখা যায়, এমন অনেক অধ্যাপক আছেন যাঁর খাতা দেখবার সময় নেই অথচ তিনি অন্য কাউকে খাতা দেখবার সুযোগ না দিয়ে সবকিছু আঁকড়ে ধরে থাকেন মাসের পর মাস অহেতুক। তিনি হয়তো ঢাকা যাচ্ছেন কোন পরীক্ষা গ্রহণ করতে, হয়তো চট্টগ্রাম যাচ্ছেন মডারেশন করতে কিংবা বিদেশ যাচ্ছেন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করতে। এসব কারণে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ পরিদফতরে বছরের বেশীর ভাগ সময় পড়ে থাকছে। আর তারই ফলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটছে ফি বছর। এটা শুধু পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারেই নয়, টেবুলেশন কাজে, প্রধান পরীক্ষকের কাজে, ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের কাজে— এমনকি ফলাফল টাইপ করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসব বহুমুখী কারণে আজ তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী এবং সেই সাথে অভিভাবক মহলও হতাশায় ভুগছেন। তাঁরা জানে না এই বিশ্ববিদ্যালয় কবে তাদের মুক্তি দিবে!

এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। যে পাঁচটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৯৮৬ সালের স্নাতক (পাস) পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে— সেসব কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীকে আগামী দুই বছরের জন্য স্নাতক (পাস) পরীক্ষার সকল কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে— এই মর্মে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ পরিদফতর এক ঘোষণা জারি করেছেন। এই কলেজগুলোর মধ্যে বেশ ক'টি সরকারী কলেজও রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা বাতিলকৃত একটি সরকারী কলেজের কোন একজন অধ্যাপক দেশের অন্যকোন সরকারী কলেজে বদলি হয়ে গেলে তার ক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ পরিদফতরের আদেশকৃত জারি কার্যকর হবে না অথচ দেশের অন্য কলেজ থেকে অন্য যে কোন অধ্যাপক এসব পরীক্ষা বাতিলকৃত সরকারী কলেজে চাকরি করতে এলে তারা নিরাপরাধ হয়েও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ পরিদফতরের স্নাতক (পাস) পরীক্ষার সবরকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন— রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আজ কারো কাছেই যেন বোধগম্য নয়। তবে কি এটা তাদের নিজস্ব আইন-কানুন— নাকি দেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও এই প্রথা চালু আছে? এসব প্রশ্নের জবাব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক পরিদফতর, সিণ্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ পরিদফতরই দিতে পারেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক এই অব্যবস্থাগুলো সমূলে উৎপাটন এবং এর নিরসনকল্পে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন অপরিহার্য। অন্যথায় দেশের উত্তরাঞ্চলের এই বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যাবে।

—[illegible]